বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ 100

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ১ম ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:**

সভাপতি	:	জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা
সভার স্থান	:	জুম প্লাটফর্ম
সভার তারিখ	:	২৯-০৯-২০২২খ্রি.
সভার সময়	:	বিকাল ০২.৩০টা

সভার আলোচনা:

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "স্বপ্নের সোনার বাংলা" গড়ার প্রত্যয়ে ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি অপরিহার্য কৌশল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর প্রদান করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সভায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন আমি জানি আপনারা মাঠপর্যায়ে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন একজন প্রকৌশলীকে Good Manager হতে হবে। স্কীম অনুমোদন দেওয়ার সাথে সাথে দরপত্র আহ্বান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি, নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলীদেরকে জেলা, উপজেলার অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সকল জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলেন। এরপর তিনি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ) কে অনুরোধ জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ ও জেন্ডার) ও সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৩ কার্যক্রম অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভাটি জুম প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি জানান আজকের সভা রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অংশীজনের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের এলজিইডি'র সকল কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ, ঠিকাদার প্রতিনিধি ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা সংযুক্ত হয়েছেন।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সভার শুরুতে এলজিইডি'র সাথে সম্পৃক্ত, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত সুধীজন'কে সভায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও জানান, আজকের সভার মাধ্যমে আমরা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তোরনের উপায় আলোচনা করা হবে। তিনি রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী'কে বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করেন।

রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব অনিল চন্দ্র বর্মণ সালাম জানিয়ে বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি বলেন রংপুর বিভাগে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা, অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এছাড়া শুদ্ধাচার

কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দপ্তর সমূহে সেবা রেজিস্টার মেইনটেইন করা, চূড়ান্ত বিলের প্রত্যয়ন দেওয়া কর্মোত্তর মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেওয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রম প্রতিপালন করা হচ্ছে মর্মে তিনি জানান। অতঃপর তিনি বক্তব্য শেষ করে রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'কে তার অঞ্চলের কর্মকান্ড তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ তৌফিক হাসান তাঁর বক্তব্যে জানান রংপুর অঞ্চলে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম যথা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সভা, ইতোমধ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা, কর্মপরিবেশ উন্নয়নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন যা রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করেছেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন ধরনের পরামর্শ প্রদানসহ সরেজমিনে ফিল্ড ভিজিট করা, ত্রুটিসমূহ সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান, ৩কোটি তদুর্দ্ধ বিলের প্রত্যয়ন ও কর্মোত্তর মূল্যায়ন করা হচ্ছে। সদর দপ্তর থেকে অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করে যথাসময়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করাসহ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের প্রদত্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকেন।

এ পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃঙ্খলা ও তদন্ত) ও ফোকাল পারসন জনাব মোহাঃ শরীফ উদ্দীন সালাম জানিয়ে বলেন যে, আজকের সভাটি মূলতঃ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা। স্টেকহোল্ডার সংক্রান্ত আলোচনা, সিটিজেন চার্টার, জিআরএস, আরটিআই, সেবা সহজীকরণ ও ইনোভেশন সম্পর্কিত। এলজিইডি'র দপ্তরসমূহের নিজ নিজ ওয়েবসাইটের হালনাগাদ তথ্য, কর্মপরিকল্পনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, সিটিজেন চার্টারে এলজিইডির সেবার ধরণসমূহ আভ্যন্তরীণ, নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য স্টেকহোল্ডারদের পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে এবং স্টেকহোল্ডাররা এসব সেবা পাচ্ছে কিনা এবং সেবা প্রাপ্তিতে তাঁদের সমস্যা, সমাধান ও পরামর্শই আজকের আলোচনার মূখ্য বিষয়। সুতরাং তিনি আজকে স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে বক্তব্য আহ্বান করেন। সে প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় রংপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী'কে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে রংপুর জেলার প্রবীণ সাংবাদিক জনাব জয়নাল আবেদীন'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। জনাব জয়নাল আবেদীন বক্তব্যে জানান, সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ শুদ্ধাচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণয়ন করা হলেও তা অদ্যাবধি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি মাঠ পর্যায় থেকে জনগণের দোরগোড়ায় উন্নয়নের সুফল পৌছে দেবার জন্য এলজিইডি'র প্রশংসা করেন এবং ক্লিনার থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। তিনি রংপুর এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আচার ব্যবহারের প্রশংসা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে লালমনিরহাট জেলার The Daily Star পত্রিকার সাংবাদিক জনাব দিলিপ রায় কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। জনাব দিলিপ রায় বক্তব্যে লালমনিরহাট এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মতৎপরতার প্রশংসা করেন। তিনি লালমনিরহাট জেলার সড়ক ও সেতুর উন্নয়নে এলজিইডি'র আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন কামনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) জনাব এসএম অব্রাহম লিঙ্কনকে (একুশে পদকপ্রাপ্ত) বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। বক্তব্যে তিনি জানান যে, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কুড়িগ্রামে বাস্তবায়নাধীন 'উত্তরবঙ্গ জাদুঘর' স্থাপনের সাথে তিনি জড়িত রয়েছেন। তিনি এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন এই কাজের মানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এলজিইডি'র কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং সাসটেইনেবিলিটির স্বার্থে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রেট সিডিউল প্রণয়ন ও রিভিউ কমিটি গঠনের জন্য তিনি আহবান জানান। কুড়িগ্রাম অতিবৃষ্টি প্রবণ জেলা হওয়ায় রাস্তাঘাট যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর প্রদান করেন; বিশেষ করে পৌর এলাকার রাস্তার উন্নয়নে এলজিইডি আরও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে কিনা সে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ জানান। তাঁর বক্তব্যের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, গাইবান্ধা সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে ঠিকাদার জনাব শোয়েব হোসেন'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। জনাব শোয়েব হোসেন এলজিইডি'র কাজের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততার বিষয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জবাবে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ে উন্নয়নের স্বার্থে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য জনসম্পৃক্ত থেকেই উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, দিনাজপুর অঞ্চল সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর'কে বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বীরগ্রাম-সুন্দরগঞ্জ সভাপতি জনাব মাওলানা আনোয়ার হোসেন'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। জনাব আনোয়ার হোসেন জানান আত্রাই নদীর পাশে বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃষিকাজে এলাকাবাসি এর সুফল পাচ্ছে এবং স্বাবলম্বি হয়েছে। বীরগ্রাম-সুন্দরগঞ্জ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ঋণ প্রদান করে কৃষককে সহায়তা করছে। তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। দিনাজপুরের সদর উপজেলার শশরা ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি জনাব মোঃ মোখসেদুর রহমান বক্তব্য প্রদান করেছেন, ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও ঠিকাদার কাজ না করার বিষয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কার্যাদেশ বাতিলপূর্বক পুনঃদরপত্র আহবানের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী, পঞ্চগড় সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাবান্ধা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব কুদরতি খোদা মিলন'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পঞ্চগড়ের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় জানান, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যার প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পরপরই উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন আরম্ভ হবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আলী আসলাম জুয়েল'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ঠাকুরগাঁওয়ের রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তার বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং যে কোন সমস্যা হলে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে দৈনিক সকালের সময়ের জেলা প্রতিনিধি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং নীলফামারীর রাস্তাঘাট, ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ও তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী জনাব কে. এম. জুলফিকার আলী সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এলজিইডি'র শুদ্ধাচার বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও এর প্রতিফলন নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এর পর তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহীকে তাঁর বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জনান।

নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে মোহনপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন ডাম্প ট্রাক এলজিইডি'র সড়কে চলাচলের কারণে রাস্তার স্থায়ীত্ব কমে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে WBM এর উপরে ৬" স্টোন চিপসের লেয়ার দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া ফান্ডের অভাবে কাজ বাস্তবায়নে বিঘ্নের সৃষ্টি,নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, পূর্বে নির্মিত কালভার্টের প্রশস্থতা বৃদ্ধি করে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্সে ফান্ডের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর প্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানান, রেট ও ফান্ডের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া ভারি যানবাহন চলাচলের কারণে সড়কে বর্তমানে ২৫মিলি মিটার এর স্থলে এলজিইডি ৪০মিলি মিটার কার্পেটিং/ডেন্স কার্পেটিং করা হচ্ছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম জানিয়ে ঠিকাদার প্রতিনিধি'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বাজার মূল্যের ভিত্তিতে এলজিইডি'র সিডিউল রেট বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানান। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় জানান এলজিইডি'র রেট সিডিউল পরিবর্তন করা হয়েছে, যা বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল ফলে ঠিকাদারগণ যেন দরপত্র দাখিলের সময় বিষয়টি খেয়াল রাখেন সে বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, নাটোর সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিকে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রাক্কলন প্রণয়ণ ও মোবাইল মেইনটেনেন্সের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি নতুন নতুন রাস্তার সাথে সাথে পুরাতন রাস্তাগুলো সংস্কার এবং একই ঠিকাদার অনেক কাজ পেয়ে নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পাদন না করে ফেলে রাখার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় মোবাইল মেইনটেনেন্সের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা

গ্রহণ ও যে সকল ঠিকাদার কাজ ফেলে রেখেছেন তাদের বিরুদ্ধে কার্যাদেশ বাতিল, জরিমানা আরোপসহ বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, নাটোর'কে নির্দেশ প্রদান করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে নওগাঁ জেলা টেলিভিশন সাংবাদিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব জনাব এম আর রাকী'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। তিনি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নওগাঁ জেলার কৃষিতে অগ্রগতি ও সেক্ষেত্রে এলজিইডি'র অবদান উল্লেখ করে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং জানান যে বর্তমানে রেট সিডিউলে বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল ফলে ঠিকাদারগণ যেন বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন দরপত্র দাখিল করেন সে বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য আহবান জানান।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা অঞ্চল সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন শুদ্ধাচার মানে হচ্ছে যে যেই দায়িত্বে আছেন এবং সৃষ্টিকর্তা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করাই হলো শুদ্ধাচার, জেনে বুঝে এক্ষেত্রে গাফিলতি করা এক ধরনের পাপ সুতরাং এ বিষয়ে তিনি সকলকে যত্নবান হওয়ার আহবান জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব এবি এম ফজলুর রহমান 'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। সভাপতি সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী ও আটঘরিয়া উপজেলার অনেক এপ্রোচবিহীন অব্যবহৃত ব্রীজের বিষয়ে ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাটের সংস্কারের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। পাবনা জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ মঞ্জুর রহমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সেক্ষেত্রে এলজিইডি'র অবদান উল্লেখ করে বক্তব্য প্রদান করেন। পাবনা সদর উপজেলার চরতারাপুর ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান প্রতি বছর ১০ কি.মি. রাস্তা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সভায় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং জানান এই অর্থ বছরে গ্রামীন সড়ক মেইনটেনেন্স বাবদ ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে মোবাইল মেইনটেনেন্স বাবদ ৬৪ জেলায় ২২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে মোবাইল মেইনটেনেন্স খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। তাছাড়া এলজিইডি ডিপিপি প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে ফলে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইসহাক আলী'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইসহাক আলী তার বক্তব্যে জানান, সিরাজগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলা নদীভাঙ্গন কবলিত ও ২টি উপজেলা চলনবিলের পানিবেষ্টিত। তাছাড়া এখানকার মাটি বালিমিশ্রিত হওয়ায় বন্যার কারণে রাস্তাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মর্মে জানিয়ে তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার জন্য স্পেশাল বরাদ্দের অনুরোধ জানান। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং সিরাজগঞ্জ জেলার জন্য আলাদা প্রকল্প রয়েছে মর্মে জানান।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জয়পুরহাট সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে দৈনিক বর্ণিক বার্তার সাংবাদিক জনাব মোঃ মাশরেকুল আলম কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। জনাব মাসিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে জানান, জয়পুরহাট

একটি অবহেলিত জেলা, এখানকার ৫০% রাস্তা এখনও কাঁচা এবং অধিকাংশ রাস্তার আইডি নেই। তিনি উক্ত রাস্তাগুলি পাকাকরণ ও রেট সিডিউলে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুড়া সভাপতি ও সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে ঠিকাদার প্রতিনিধি জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম বাদল'কে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান। জনাব বাদল তার বক্তব্যে জানান, এলজিইডি'র রাস্তা বেশী লোড সহনীয় নয় বিধায় বেশী লোডের রাস্তার স্পেসিফিকেশন তৈরী, যথাযথ অর্থ বরাদ্দ ও মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ রুহুল আমীন বাবলু তার বক্তব্যে এলজিইডি'র প্রশংসা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের বিষয়ে জানান। মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আব্দুল হাকিম জানান মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন প্রকল্প বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সমাপনী বক্তব্যে জানান এলজিইডি ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার কি.মি. রাস্তা বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে পাকা রাস্তাসমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সারা বৎসরব্যাপী মোবাইল মেইন্টেন্যান্সের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং সকল উপজেলায় এই কাজ দৃশ্যমান করতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে। মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি যেহেতু এলজিইডি'র আওতাধীন নয় সেহেতু তিনি ঠিকাদারগণ'কে এ বিষয়ে খেয়াল করে দরপত্র দাখিলের জন্য অনুরোধ জানান। ট্রাফিক লোড ক্যালকুলেশন করে রাস্তার ডিজাইন করতে হবে এবং Road Design Standard এর সঠিক টেমপ্লেট ব্যবহার করতে হবে। মাটির কাজ ও Protective work সমূহ Design ও প্রাক্কলন মোতাবেক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় উপস্থিত সকল'কে ধন্যবাদ ও সালাম জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০.১০.২০২২

(সেখ মোহাম্মদ মহসিন)
প্রধান প্রকৌশলী
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
ফোনঃ ৫৮১৫২৮০২
ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল) ....বিভাগ, জেলা: ....।
২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)......................................অঞ্চল, জেলা: ....।
৩) নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, জেলা: ....।

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন এবং শৃঙ্খলা ও তদন্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪) প্রকল্প পরিচালক, (আরইআরএমপি-৩), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫) নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃঙ্খলা ও তদন্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।